‘এই ভারত নামটি কোথা থেকে এল?’ প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর

মাননীয় আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্ সমীপেষু,

আপনার প্রবন্ধের সূত্রপাতটি আমায় বেশ অবাক করল। আপনি লিখেছেন, ‘আমাদের কোলকাতার অর্ণব বাবু আর বিপ্লব বাবু কথায় কথায় নিজেদের ভারতীয় বলে দাবী করেন। সেটি ভালো, তবে তারা একটি বারও এই ভারত শব্দটির ব্যুৎপত্তি কি, তা আমাদের বলেন নি।’

মুক্ত-মনা বা অন্যান্য ই-সভায় আমি যেসকল প্রবন্ধাদি এযাবৎ লিখেছি, সেগুলিতে ভারত বা বাংলাদেশের নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তবে কোনো দেশের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে হ’লে যে সর্বাগ্রে সবসময় সে দেশের নামের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করে শুরু করতে হয়, তা আমার জানা ছিল না। প্রসঙ্গ ওঠেনি বলেই সে কথা বলার প্রয়োজন মনে করি নি। আপনি যখন সেই প্রসঙ্গ তুললেন তখন সেকথাও না হয় বলি।

ভারত নামের ব্যুৎপত্তির কথা ছোটবেলায় স্কুলেই পড়েছিলাম। হাজার হোক, নিজের দেশের নামের ব্যুৎপত্তির কথা, তাই আর পাঁচটা বাল্যস্মৃতির সাথে তা মন থেকে সহজে অন্তর্হিত হয়নি। সে জন্যই আপনার লেখাটির মধ্যে দু’একটি ছোটখাটো ভুল ও তথ্য-অবলোপ সত্ত্বেও মূল বক্তব্যকে সার্টিফিকেট দিচ্ছি। সঙ্গে কয়েকটি কথা বললে আশা করি কিছু মনে করবেন না।

১

আপনার ধারণা ‘উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলের লোকেরা’ এদেশকে হিন্দুস্তান (হিঁন্দুস্থান নয়) বলে।
প্রথমত, উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলে পাকিস্তানও অবস্থিত - সুতরাং সমঝে কথা বলুন।
দ্বিতীয়ত, আপনি জানেন কিনা আমার জানা নেই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর একাধিক গানে হিন্দুস্তান শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। দু’একটি উদাহরণ দর্শাচ্ছি -

আমার সোনার হিন্দুস্তান!
দেশ-দেশ-নন্দিতা তুমি বিশ্বের প্রাণ।।
ধরণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা তুমি আদি মাতা,
তব পুত্র গাহিল বেদ-বেদান্ত সাম-গাথা,
তব কোলে বারে বারে এল ভগবান্।।

বা

বিবাদ ক’রে এনেছি ভাই অনেক অকল্যান
মিলনে আজ উঠুক জেগে নব-হিন্দুস্থান!
জেগে উঠুক হিন্দুস্থান।।
ভারতের দুই নয়ন-তারা হিন্দু-মুসলমান (ধুয়া)

সুতরাং পাকপন্থী কবি ইকবালই যে একমাত্র হিন্দুস্তান কথাটিকে অমরত্ব দিয়েছেন সে ধারণা ভ্রান্ত।

২

আপনার বক্তব্যের দ্বিতীয় ভুলটি হ'ল আপনি বলেছেন, 'আমাদের উপমহাদেশ কোনোকালেই একটি বিশাল দেশ ছিল না - বৃটিশ রাজ এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে তারপরই পুরো উপমহাদেশটিকে একটি বিশাল দেশে পরিণত করে'।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম ১৯৭১-এ। আমি জানি না সেদেশের স্কুলে তাই ৭১-এর আগেকার ইতিহাস কতটা পড়ানো হ'য়। আপনি যদি সে ইতিহাস না জেনে থাকেন, তবে ইন্টারনেটের বিভিন্ন সূত্র থেকে এই উপমহাদেশের ইতিহাসটি একটু পড়ে নিন - দেখবেন ব্রিটিশদের অনেক আগে মহামতি অশোক আসমুদ্র হিমাচল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। গুপ্ত-রাজারাও তাঁর এই পথ ধরে দেশকে একত্র করেন। তাঁদের আমলে রচিত বিষ্ণুপুরাণে আমরা পাই উত্তরং যং সমুদ্রসং হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।

বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি।।

শ্লোকার্থ ঃ সমুদ্রের উত্তরে ও হিমাদ্রীর দক্ষিণে যে বর্ষ তা ভারত ও তার সন্তান ভারতী।

অর্থাৎ, ভারতের ঐক্য ধারণা গনতন্ত্রের যুগের নয়। সেই সাম্রাজ্যবাদের যুগের।

বৌদ্ধ-হিন্দু সম্রাটদের পথ ধরে মুসলমানরাও ভারতকে এক করেন। আলাউদ্দিন খিলজি বৃটিশদের পূর্বে এই উপমহাদেশে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। মহামতি আকবরও তাঁর পথে এই দেশকে এক করার কাজে ব্রতী হন। তাঁর কাজকে চরম অবস্থায় উন্নীত করেন তাঁর উত্তরাধিকার আওরঙ্গজেব।

বৃটিশদের আমলে কিন্তু অনেক স্বাধীন রাজ্যও ভারতে ছিল। যেমন, কোচবিহার, ত্রিপুরা, হায়দরাবাদের নিজাম রাজ্য ইত্যাদি। আবার পন্ডিচেরি বা চন্দননগরের মত ফরাসি এবং গোয়ার মত পোর্তুগীজ উপনিবেশও ছিল। তাই বৃটিশদের ঐক্যদাতা বলার সৌজন্য আপনি না দেখালেই পারতেন।

৩

এবার আসি ভরত রাজার প্রসঙ্গে। প্রথমেই আপনাকে কয়েকটি বানান সম্পর্কে সতর্ক করে দিই। যেমন, 'কালিদাশ' নয় কালিদাস, 'ভারত রাজা' নয় ভরত রাজা এবং 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নয় *অভিজ্ঞানম শকুন্তলম* (অত কষ্ট না করে হিন্দুরা বইটিকে স্রেফ *শকুন্তলা* বলে, আপনিও তাই বলুন), ধ্যাণ নয় ধ্যান ইত্যাদি।

একথা সত্য ভারত নামের উৎপত্তি এই পৌরাণিক রাজার নাম থেকেই হয়েছে। যেরকম অর্ধেক পৃথিবীর নামের সাথে জড়িয়ে আছে পুরাণ ও লোকগাথা সেই রকম আমাদের দেশের নামের সাথেও তাই ঘটেছে। আপনাকে এই ফাঁকে জানিয়ে রাখি - মহাভারতে বঙ্গ বলে এক রাজারও উল্লেখ আছে, যাঁর রাজত্ব ছিল ভারতের পূর্বদেশে - এবং সেই রাজ্যকে বঙ্গ বলে ডাকা হ'ত তাঁর নামে।

এসব গপ্পোকথার সত্যাসত্য বিচার করার ভার গবেষকদের উপর। আর অনাদিকাল আগে যদি বঙ্গ বা ভরত বলে কোনো রাজা থেকেও থাকেন তাতে আজকে আমার কি? ভরত রাজাকে তো ভারতীয়রা পুজো করে না, বা বছর বছর স্মরণদিবস করে স্মরণও করা হয় না। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইত্যাদিরা ভারতকে নিয়ে গান বেঁধে গেছেন - সেই গানের উদ্দীপনায় আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি - গণতন্ত্র পেয়েছি - সারা বিশ্বের পূজা পাচ্ছি। আজ ভারত নামের সাতকাহন ভাবতে বসা ওই পুরুত ঠাকুর পৈতেটা বাঁদিকে রাখবেন না ডানদিকে রাখবেন তা নিয়ে ধর্মগর্ভ প্রবন্ধ রচনার মত অকাজ।

৪

ভরত রাজাকে দুষ্টু বাংলাদেশিরা কেন একলা জারজ বলবেন সেকথা ঠিক বোধগম্য হ'ল না। যে কোনো মুক্ত-মনাই তা বলতে পারেন।আপনারা পশ্চিমের আরব্য রজনী, কোরাণ, তোহরা, ইঞ্জিলকে আপন করতে পারেন আর আমাদের উপমহাদেশের মাটির ফসলগুলিকে এতটা বিমাতৃসুলভ ভঙ্গিতে দেখেন কেন?

শকুন্তলা বেচারি এক পতিতার সন্তান, ভাগ্যের ফেরে তাকে পরিত্যক্ত হ'তে হয়েছে। অনেকটা অনুরূপ দুর্ভাগ্য তার সন্তানেরও হয়েছে। আপনি আপনার শরিয়ত সুলভ শুদ্ধতাবাদ ছেড়ে একটু সহানুভূতি এদের প্রতি প্রকাশ করলে ভাল করতেন। আপনার ব্যাখ্যা পড়ে মনে হ'ল যেন মুক্ত-মনায় প্রবন্ধ পড়ছি না, ইনকিলাবের উপ-সম্পাদকীয় পড়ছি।

যা হোক, সে কথা মূল বক্তব্য নয়।

আপনার হিঁদুয়ানির ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি বিশেষ নেই - দু'একটি বানান ভুল ও তথ্যভ্রান্তি থাকলেও মূল সুরটিকে আমি সমর্থন করছি। এবং হিন্দুবিদ্বেষের জন্য একজন মুক্ত-মনা হিসাবে অভিনন্দন ও ধন্যবাদও জানাচ্ছি (মুক্ত-মনায় ইসলাম বিদ্বেষের মত হিন্দু বিদ্বেষ জোরদার নয় বলে আমার একটু ক্ষোভ আছে)।

তবে দু'টি কথা আরো মনে হচ্ছে। অভয় দিলে এই বেলা জানিয়ে যাইঃ

তাঁর কথা শুনে মুক্ত-মনায় প্রকাশিত আরেকজনের চিঠির কথা মনে পড়ল। *বাংলা নববর্ষ ঃ একটি অবিশেষজ্ঞীয় বিশ্লেষণ* শীর্ষক লেখাটি লেখেন মেজবাহউদ্দিন জওহের। তিনি লেখেন ঃ
পাঞ্জাবের (পশ্চিম পাঞ্জাব, পাকিস্তান) হাজারা জেলায় এক প্রত্যন্ত গ্রাম, নাম হরিপুর।... বাশিন্দাদের শতকরা একশ' ভাগ মুসলমান। তাও আবার যেই সেই মুসলমান না। মোল্লা ওমরের জ্ঞাতিগোষ্ঠি খাঁটি পাঠান গোত্রীয় মুসলমান।... এমন একটি মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামের নাম কিভাবে হরি'র নামে রাখা হয়েছিল, সে এক প্রশ্ন। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন - নামটি এখনও টিকে আছে। তালেবানি বিল্পবের এতবড় ঢেউয়েও ধুয়ে মুছে যায়নি, দু' হাজার ছয় সালেও তা হরিপুরই আছে! ... আবহমান কাল থেকেই আমার গ্রামের নামটি ছিল দুর্গাপুর, এমনকি পাকিস্তান আমলেও নামটি সগর্বে টিকে ছিল। বাংলাদেশ কায়েম করার পর গ্রামের নব্য বাঙালি মুসলমানদের মনে হলো - মা দুগ্যার নামে গায়ের নাম হবে? ছিঃ! সুতরাং নাম পাল্টিয়ে নবীনগর করা হলো।'

(বানান ও ভাষা অপরিবর্তিত)

আরেকটি কবি গোলাম কুদ্দুসের হিঁদুয়ানির ব্যাখ্যা ঃ
Not only Bengali literature, even Bengali alphabet is full of idolatry. Each Bengali letter is asocoated with this or that god or goddess of Hindu pantheon .. .. the Arabic language and script must be the best language and the script in the world.
(সূত্রঃ বিজ্ঞানী ও প্রবন্ধকার শ্রী অজয় রায়ের *ভাষা আন্দোলনের সুচনা লগ্ন এবং একুশের প্রথম সঙ্কলন)*

আপনি অবশ্যই নবীনগরের নব্য মুসলিমদের মত বা গোলাম কুদ্দুসের মত মুক্ত-মনা নন। তাই আপনার রাষ্ট্রে যেসব হিন্দু ও ইসলামি স্থান নাম আছে সেগুলি সম্পর্কেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। হাজার বছরের চলতি নাম তো আর পাল্টে ফেলা সম্ভব নয়। তবু একটা সচেতনতা থাকবে আমাদের মধ্যে।

তবে আরো ভালো হয় কি জানেন। আমরা যদি এই প্রাচীন নামগুলোর পিছনে অকারণে না লেগে বাংলাদেশের জাতীয় ধর্ম এবং সঙ্ঘ পরিবারের পিছনে একটু বেশি লাগি। নাম গুলোতো আমাদের ক্ষতি করছে না। করছে এরাই।

কি বলেন?

অনেক ধন্যবাদ

অর্ণব

১ জৈষ্ঠ্য, ১৪১৩
বেহালা কলকাতা